পৃষ্ঠপোষকের বাণী

ইলম আমল ও আখলাকের সমন্বয়ে পরিচালিত, ঐতিহ্যবাহী দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার মুহতারাম অধ্যক্ষ, মাদরাসা শিক্ষার রাহবর, উসতাযুল আসাতিযা, আল্লামা আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক (মা. জি. আ.) এর

বাণী

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الهادين والذين ماتوا على الإيمان إلى يوم الدين، أما بعد.

ভাষা আল্লাহ তাআলার অনেক বড় অনুগ্রহ। কেননা ভাষার মাধ্যমে মানুষ স্রষ্টা ও সৃষ্টির হক আদায় করতে পারে। সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ ভাষা হলো **اللغة العربية**। আরবি ভাষা মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো এটি 'কোরআনের ভাষা'। কোরআনে কারিম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হওয়াতে আরবি ভাষাও সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। কোরআন-সুন্নাহর কারণেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরবি ভাষার এত গুরুত্ব।

অতএব আমাদের উচিত আরবি ভাষাকে এমনভাবে আয়ত্ত করা, যাতে করে আমরা সহজে কোরআন-সুন্নাহ ভালো করে শিখতে পারি। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে কোরআন সুন্নাহর জন্য আরবি ভাষাকে খুব গুরুত্বের সাথে শেখানো হয়। অধিকাংশ তালিবুল ইলম কোরআন সুন্নাহর অল্পকিছু জ্ঞান অর্জন করলেও পুরো কোরআন আয়ত্ত করার মতো কোনো উপযুক্ত বই আমাদের নজরে আসেনি। এমন একটি কিতাবের খুবই প্রয়োজন ছিল, যা অধ্যয়ন করলে কোরআনে কারীম এর প্রায় ৩৫০০ **اسم** ও **فعل** ভালো করে মুখস্ত করতে পারবে। **معاني المفردات** (শব্দার্থ) ও **أكاليب القرآن** (নমুনা বাক্য) আয়ত্ত করার মাধ্যমে কোরআনে কারীমের মৌলিক অনুবাদ সহজেই রপ্ত হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগের শিক্ষক মাওলানা ইকবাল হুসাইন এর অক্লান্ত পরিশ্রমে, "এসো আরবি শিখি" এর আদলে "এসো কোরআনের ভাষা শিখি" নামে গুরুত্বপূর্ণ এই কিতাবটি সংকলিত হয়েছে। এখানে নাহু-সরফ, মিজান-মুনশাইব, পাঞ্জেগাঞ্জ, সহিহ সিগাহ ও গাইরে সহিহ সিগাহসহ নাহুর গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক নিয়ম-কানুন তামরিনের মাধ্যমে শেখানো হয়েছে। এতে করে আরবি প্রথম পত্র, দ্বিতীয় পত্র ও তৃতীয় পত্রসহ নাহবেমীর পর্যায়ের কাওয়াইদের জ্ঞান মৌলিকভাবে সম্পন্ন হবে, ইনশা আল্লাহ। আশা করি, আল্লাহর মেহেরবানীতে কিতাবটি কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করবে। আল্লাহ তাআলা কিতাব ও সংকলককে উম্মাহর জন্য কবুল করুন। আমিন।

আ.খ.ম.আবু বকর সিদ্দীক
অধ্যক্ষ
দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ

সম্পাদকীয়

الحمد لله الذي عَلَّمَنَا القرآن والبيان والصلاة والسلام على من أنزل عليه التبيان وعلى آله و أصحابه الذين بذلوا حياتهم لنشر البيان، أما بعد.

সকল জ্ঞানের একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা[১]। তাই আল্লাহর কথাই একমাত্র নিরেট সত্য। কালামুল্লার অনুমোদনের বাইরে কোনো সত্য বা বাস্তবতা থাকতেই পারে না। সৃষ্টি জগতের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের মতো মহান নেয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন। কোরআনের জন্য আল্লাহ তাআলা সাইয়েদুল মুরসালিনকে নির্বাচন করেছেন। নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা আল্লাহরই কথা। কেননা কোরআন বলছে, وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى অর্থ: তিনি (মুহাম্মাদ সা.) মনগড়া কোনো কথা বলেন না। তা (বাণী) তো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।[২] এজন্য ওহী দুই প্রকার। মাতলু গাইরে মাতলু। নামাজে তেলাওয়াত হয়, আর হয় না। কোরআনের মাধ্যমেই সুন্নাহ ইজমা ও কেয়াস সাব্যস্ত। এর অস্বীকারকারী ঈমানহারা ও সম্পূর্ণরূপে বিপদগ্রস্থ।

দুনিয়ার মানুষ কোরআন ব্যতীত কখনো শান্তি পাবে না। কোরআনকে যে যতটুকু ধারণ করবে, ততটুকুই সম্মানিত হবে। লক্ষ টাকার দরজায় বা হাজার টাকার পোশাকে পা লেগে গেলে আমরা কেউ সালাম করি না। কিন্তু সামান্য টাকার রেয়াল বা গিলাফে পা লেগে গেলে সালাম করার জন্য পেরেশান হয়ে যাই; কেন? কুরআনের সংস্পর্শের কারণে। আমরা মুসলমানগণ যদি কোরআনের সাথে লেগে থাকতাম তাহলে আমরা স্বর্ণযুগের সোনালী মানুষে পরিণত হতাম।

আমরা যারা মাদরাসা শিক্ষার্থী আমরা অধিকাংশই কোরআন বুঝে বুঝে পড়ি না, শব্দার্থ পারি না। ১২ থেকে ১৫ বছর মাদরাসায় পড়া সত্ত্বেও আমরা বহু আয়াতের অনুবাদটুকুও পারি না। এক বছর মেহনত করে আরবিতে অনর্গল কথা বলতে পারলেও কুরআনের ভাষা বুঝি না। সাধারণ মানুষ আমাদেরকে কোরআনের আলেম মনে করলেও আমরা কিন্তু যথাযথভাবে কোরআন বুঝার সুযোগটুকুও পাই না। বছরের পর বছর হাজার হাজার আরবি শব্দার্থ মুখস্ত করেও কোরআন বুঝতে অক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমাদের নেসাব-শিক্ষাপদ্ধতি

---

[1] সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৫

[2] সূরা নাজম, আয়াত: ৩, ৪

অনেকটাই দায়ী। লাখো মেধাবী ছাত্র থাকার পরও আমরা বলতে পারি না, আমার পাঁচজন ছাত্র পুরো কোরআন বা-তাহকিক বোঝে ।

এমনি এক ব্যথাতুর হৃদয় থেকে আমাদের এই প্রয়াস। আমরা হিসাব করে দেখেছি কোরআনে কারীমে মাত্র চার হাজার এসেম (বিশেষ্য) ও ফেল (ক্রিয়া) আছে । এগুলো মুখস্ত করে প্রয়োগ করতে এক বছরের বেশি সময় লাগার কথা নয়। দৈনিক যদি ৫ ঘন্টাও সময় দেয়া হয়, তাহলেও এই সিলেবাস হক আদায় করে সমাপ্ত করা সম্ভব, ইনশাআল্লাহ। তাই আমরা 'এসো আরবি শিখি' এর অনুসরণে সংকলন করেছি 'এসো কোরআনের ভাষা শিখি'। এর মাধ্যমে কুরআনের নমুনা বাক্যগুলোকে অল্প অল্প করে সাজানো হয়েছে। সহিহ গায়রে সহিহ সকল ফেলকে পর্যায়ক্রমে আনা হয়েছে। নাহুর কায়দাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে, যেন নাহু সরফের জন্য আলাদা কোন কিতাবের সহযোগিতা নেয়ার প্রয়োজন না হয়। এই কিতাবের লেখক মাওলানা মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন মাদ্দাজিল্লাহুল আলী দীর্ঘদিন সাধনা করে অত্যান্ত ধৈর্যের সাথে এ কাজটির আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তার এই খেদমতকে কুরআনের ভালোবাসায় কবুল করুন। আরবি ভাষা বিশেষজ্ঞদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারা আপনাদের মতো করে হলেও লুগাতুল কোরআন দিয়ে বিভিন্ন সাহিত্য সাজাতে পারেন। আমাদের এ সংকলনকে সুপরামর্শ দিয়ে আরো এগিয়ে দিতে পারেন।

আমাদের সকলকেই ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, কোরআনের শব্দগুলো যদি আমরা আমাদের তালিবুল ইলমদেরকে শিখাতে পারি তাহলে আমরা অতি সহজেই তাদেরকে কোরআন বোঝাতে পারব, ইনশাআল্লাহ। আমাদের যোগ্যতার অভাবে এই সংকলনে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। তাই শিক্ষক মহোদয়গণের সমীপে বিনীত অনুরোধ, মেহেরবানী করে ভুলগুলো চিহ্নিত করে দিবেন; আল্লাহ তাআলা সকালের খেদমতকে মাকবুল করুন। আমিন।

মুহাম্মদ ফরিদ
শিক্ষক
দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! লক্ষ-কোটি শুকরিয়া মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে, যিনি তাঁর অশেষ করুণায় আমাদের এই মহৎ কাজে নিয়োজিত করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি।

জ্ঞান ও যোগ্যতার দীনতা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা যে এই নগণ্য বান্দার হাতে এমন পবিত্র কাজ সম্পন্ন করিয়ে নেবেন, তা ছিল কল্পনাতীত। তবে এ শুধু তাঁরই অশেষ মেহেরবানি এবং নেক বান্দাদের, বিশেষত ফরিদগঞ্জী হুযূরের চোখের পানির বরকতে রব্বুল কারীমের রহমতের দরিয়ায় জোয়ার এসেছিল। হে আল্লাহ! তোমার এই দয়ার জোয়ার যেন আমাদের জান্নাতের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

"এসো কোরআনের ভাষা শিখি" গ্রন্থটি নিছক একটি শিক্ষামূলক পাঠ্যবই নয়, বরং এটি হলো সেই মহৎ অভিযাত্রার প্রবেশদ্বার, যা প্রতিটি মুমিনকে তার রবের ঐশী বাণীর মর্মমূলে পৌঁছে দিতে প্রস্তুত। পবিত্র কোরআন, যা মানবজাতির জন্য প্রেরিত আলোর মিনার, তার ভাষা আরবি–এক অনুপম ধ্বনিমাধুর্য ও অর্থের গভীরতায় সমৃদ্ধ। এই ভাষার জ্ঞান ব্যতীত কোরআন পাঠ কেবল তিলাওয়াতের পুণ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও রহস্য অনুধাবন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

হৃদয়ের সেই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, যা কোরআনের প্রতিটি আয়াতে লুকায়িত বার্তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে চায়– এই গ্রন্থটি সেই আকাঙ্ক্ষারই ফলস্বরূপ। কোরআনের ৫৯৩ টি শব্দকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে বইটির ১ম খণ্ড। বইটি ভাষাশিক্ষাকে কেবল ব্যাকরণের শুষ্ক কাঠামোতে আবদ্ধ না রেখে, সরাসরি ঐশী বাণীর জীবন্ত স্পন্দনের সাথে একাত্ম করে তোলে। এখানে প্রতিটি শব্দের অর্থ এবং পবিত্র বাক্যে তার ব্যবহার এমনভাবে দেখানো হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী প্রথম দিন থেকেই অনুভব করতে পারে যে সে কোনো বিচ্ছিন্ন ভাষা নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহর কালামের মূল সুরটি ধরতে শিখছে।

আমরা বিশ্বাস করি, কোরআনের ভাষা শিখে এর আয়াতসমূহের গভীরে প্রবেশ করার মাধ্যমেই ঈমানের মিষ্টতা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা অর্জিত হয়। এই বইটি সেই আলোকোজ্জ্বল পথের দিশারী, যা আপনাকে কোরআনের শব্দে লুকিয়ে থাকা অনুপম সৌন্দর্য ও জ্ঞানভান্ডার উন্মোচন করতে সাহায্য করবে। আমরা আশা করি, এই প্রয়াস কোরআনকে বুঝে পড়ার একটি আন্দোলনে রূপ নেবে এবং পাঠককে কোরআনের একজন প্রকৃত ছাত্র হিসেবে গড়ে তুলবে। জ্ঞানান্বেষী পাঠক যেন এই গ্রন্থকে সঙ্গী করে তার রবের নৈকট্য লাভে সক্ষম হন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। আল্লাহ আমাদের এই মহৎ প্রচেষ্টা কবুল করুন।

ইকবাল হুসাইন
সিনিয়র প্রভাষক
দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ

পাঠদান পদ্ধতি

১) শিক্ষক প্রথমে নিজে একবার পুরো কিতাবটি বুঝে বুঝে পড়বেন।

২) প্রতিটি দরসের শব্দার্থগুলো শিক্ষক নিজে মশ্‌ক করে করে পড়াবেন।

৩) প্রথম খন্ডের আরবি বাক্যগুলোর অর্থ শিক্ষক নিজে বলে দিবেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডের বাক্যসমূহের অর্থ ছাত্ররা নিজেরা পড়ে আসবে। আর শিক্ষক শুধু সংশোধন করে দিবেন।

৪) ক্লাসে প্রথম ৫মিনিট ছাত্রদের থেকে পড়া আদায় করবেন। ৩০ মিনিট পড়াবেন। আর শেষে ৫মিনিট ছাত্রদেরকে পড়তে দিবেন।

৫) "নাহু-সরফের" নিয়মগুলো খুব ভালো ভাবে মুখস্থ করাবেন। আর কিতাবের বাইরের নাহু-সরফের অন্য কোন নিয়ম যথাসম্ভব না বলার চেষ্টা করবেন।

৬) প্রতিদিন পেছনের সম্পূর্ণ পড়া থেকে জিজ্ঞেস করবেন।

৭) বিষয় ভিত্তিক "নাহু-সরফের" নিয়মাবলি জিজ্ঞেস করবেন। যেমন: إضافة এর নিয়মাবলি, সিফাত-মওসূফের নিয়মাবলি, ইত্যাদি।

৮) "আরবি - বাংলা, বাংলা - আরবি" করার পদ্ধতি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

৯) প্রতি বৃহ:বারে পেছনের সকল দরস পড়ে আসার জন্য জোর তাকিদ দিবেন।

১০) প্রতি শনিবারে الدرس التمريني এর ১০ মিনিট পরীক্ষা নিবেন।

১১) প্রতিটি দরস الدرس التمريني এর আলোকে পাঠদানের চেষ্টা করবেন।

১২) পরীক্ষার প্রশ্ন الدرس التمريني এর নমুনার বাহির থেকে না করার চেষ্টা করবেন।

১৩) কিতাবের কোন পড়া দুর্বোধ্য মনে হলে এই ০১৮১৩-১৫৮৯২১ নম্বরে রাত ৯টা -১০টার মধ্যে ফোন দিয়ে বুঝে নিবেন।

اللّهم اِني أسألك عِلمًا نافعًا ورزقا طيبا و عملا مُتقَبلا.

رب زدني علما ، رب زدني علما ، رب زدني علما.

اللهُم انْفَعْنَا بِمَا علَّمْتَنَا و علِّمْنا ما يَنْفَعُنا و زِدْنَا عِلْمًا .

الدرس الأول

প্রথম পাঠ

একটি কলম	قَلَمٌ	একটি বাতি	مِصْبَاحٌ
একটি তালা	قُفْلٌ	এটি দরজা	بَابٌ
একটি উট	جَمَلٌ	একটি নদী	نَهْرٌ
একটি ঘর	بَيْتٌ	একটি সাগর	بَحْرٌ

আরবি করো :

একটি সাগর।	একটি দরজা।
একটি বাতি।	একটি তালা।
একটি কলম।	একটি নদী।
একটি উট।	একটি ঘর।

শব্দের শেষে “তানবীন” হলে অর্থ করার সময় সাধারণত মূল অর্থের সাথে “একটি” যুক্ত করে বলতে হয়।

যেমন : قَلَمٌ - একটি কলম। شَجَرَةٌ - একটি গাছ।

একটি ফল	ثَـمَـرَةٌ	একটি গাছ	شَـجَـرَةٌ
একটি গ্রাম,জনপদ	قَـرْيَـةٌ	একটি শহর	مَدِيْـنَـةٌ
একটি পাথর	حِـجَارَةٌ	একটি জাহাজ	سَفِـيْـنَةٌ
একটি গরু/গাভী	بَـقَرَةٌ	এজন বাদী, দাসী	أَمَـةٌ

আরবি করো :

একটি গরু।	একটি পাথর।
একটি গাছ।	একটি ফল।
একটি গ্রাম।	একটি শহর।
একজন দাসী।	একটি জাহাজ।

مُذَكَّـرٌ পুরুষ বাচক শব্দ।

مُؤَنَّثٌ মহিলা বাচক শব্দ।

قَـرِيَـةٌ - গ্রাম, জনপদ, বসতি, নগর

الدرس الثاني
দ্বিতীয় পাঠ

مِفْتَاحٌ	একটি চাবি	مَسْجِدٌ	একটি মসজিদ
كِتَابٌ	একটি কিতাব/বই	بَيْتٌ	একটি ঘর
نَهْرٌ	একটি নদী	بَحْرٌ	একটি সাগর
طَرِيْقٌ	একটিপথ	جَمَلٌ	একটি উট

هَذَا / هَذِه	ইহা, এটি	ذٰلِكَ / تِلْكَ	উহা, সেটি
هَذا مسجدٌ	এটি (একটি) মসজিদ	ذلك بَيتٌ	সেটি (একটি) ঘর

هذا قلم	এটি (একটি) কলম
هذا مصباح	এটি (একটি) বাতি
ذلك باب	সেটি একটি দরজা
ذلك قُفْلٌ	সেটি একটি তালা
هذا مسجد	এটি একটি মসজিদ

আরবি করো ঃ

ইহা একটি নদী। ইহা একটি সাগর। ইহা একটি চাবি। ইহা একটি মসজিদ।

উহা একটি তালা। উহা একটি কিতাব। উহা একটি বাতি। উহা একটি কলম। ইহা একটি দরজা। উহা একটি ঘর।

ছবি দেখে খালিঘর পূরণ করো ঃ

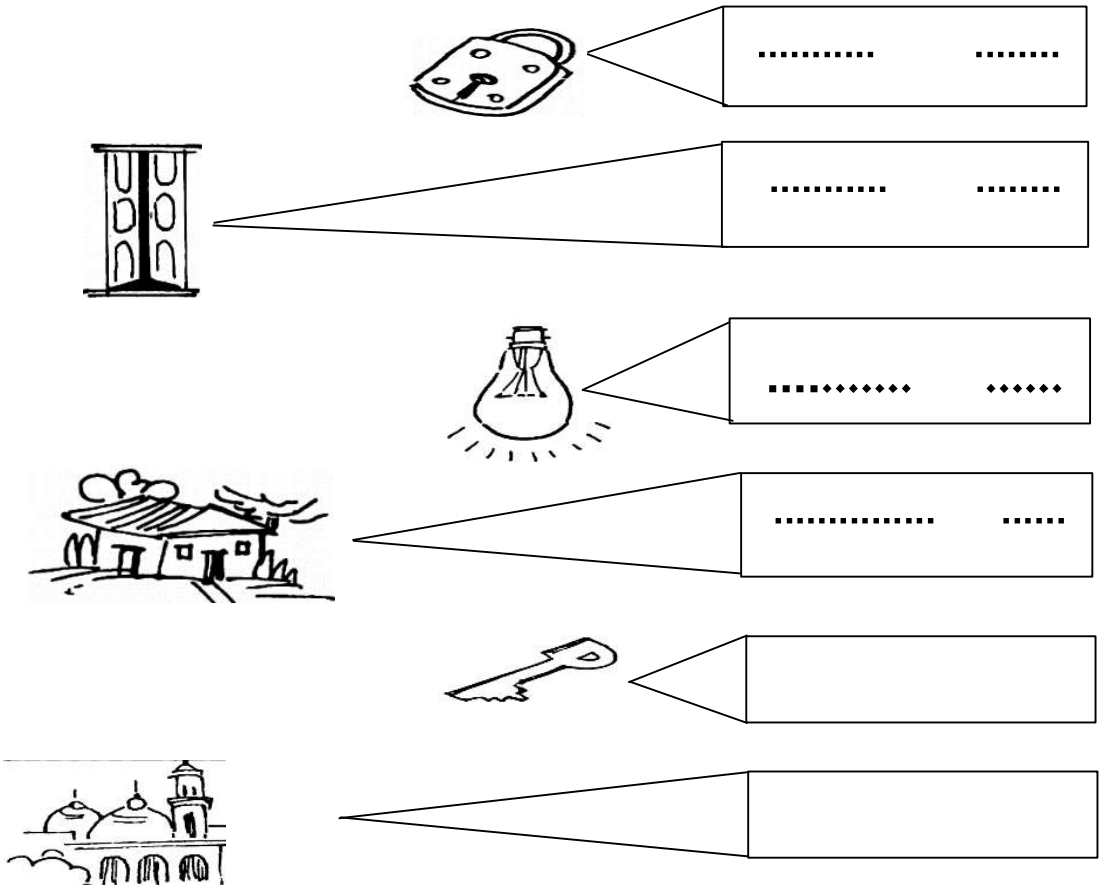

যে শব্দের শেষে ة (গোল তা) থাকে, তাকে সাধারণত مُؤَنَّث বলে। যেমন: قَرْيَةٌ

আর যে শব্দের শেষে ة (গোল তা) নেই, সেটাকে সাধারণত مُذَكَّرٌ বলে। যেমন: مَسْجِدٌ

الدرس الثالث
তৃতীয় পাঠ

একটি আয়াত	آيَةٌ	একটি সূরা	سُورَةٌ
একটি পাথর	حِجارَةٌ	একটি জান্নাত/বাগান	جَنَّةٌ
একটি তারকা	كَوْكَبٌ	একটি প্রাণি	دَابَّة
একটি কামরা	غُرْفَةٌ	একটি গ্রাম	قَرْيَةٌ

ইহা (একটি) শহর	هذه مدينة
উহা (একটি) গ্রাম	تلك قرية
ইহা একটি প্রাণি	هذه دابة
উহা একটি জাহাজ	تلك سفينة
ইহা একটি সূরা	هذه سورة
উহা একটি বৃক্ষ	تلك شجرة
ইহা একটি পাথর	هذه حجارة

পুরুষ প্রাণির নাম مذكر যদিও শেষে গোল তা (ة) থাকে। যেমন: طلحةُ

আর মহিলা প্রাণির নাম مُؤنث যদিও শেষে ة (গোল তা) না থাকে। যেমন: زينب

আরবি করো ঃ

ইহা একটি নৌজান। ইহা একটি গ্রাম। উহা একটি শহর। উহা একটি প্রাণি। ইহা একটি বৃক্ষ। ইহা একটি সূরা। উহা একটি আয়াত।

ইহা একটি বাগান। উহা একটি পাথর। ইহা একটি ফল।

ছবি দেখে খালিঘর পূরণ কর ঃ

....

....

....

....

....

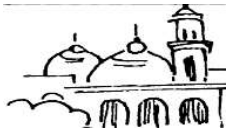

....

هذا – هذه – ذلك – تِلْكَ এগুলোর প্রত্যেকটিকে اِسْمُ الإِشارَةِ বলা হয়।